আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৩

International Nurses Day 2023

OUR NURSES. OUR FUTURE.
আমাদের নার্স
আমাদের ভবিষ্যৎ

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ প্রকাশনাঃ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ■ সহযোগিতায়ঃ পি আই ডি এবং ডি এফ পি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ■ শুক্রবার ১২ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ। ২৯ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১২ মে ২০২৩ "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস" সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিনটি আধুনিক নার্সিং এর প্রবর্তক মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর জন্মদিন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের সকল নার্সকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্যঃ "Our Nurses, Our Future." অর্থাৎ "আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ" অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের নার্সিং পেশাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০০৯ সাল থেকে নার্সিং পেশাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার নার্সদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করেছে। রোগীদের সেবার মানোন্নয়নে এ সরকারের আমলে সর্বাধিক সংখ্যক নার্সের পদ সৃজনসহ প্রায় ৩৫,০০০ নার্সকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়েছে। ফলে হাসপাতালে রোগীরা মানসম্মত নার্সিং সেবা পাচ্ছেন।

নার্সিং শিক্ষার উন্নয়নেও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত নার্স তৈরির নিমিত্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া এভিডেন্স-বেইজড নার্সিং কেয়ার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নার্সদের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন ও গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় নার্সদের আত্মত্যাগ ও সহযোগিতাকে আমি সাধুবাদ জানাই। আশা করি সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ "সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা" নিশ্চিত করতে এবং "রূপকল্প-২০৪১" বাস্তবায়নে নার্সগণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৩ উদযাপনে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১২ মে, ২০২৩ "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস" পালন উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আধুনিক নার্সিং পেশার রূপকার ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ তারিখে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "Our Nurses, Our Future." যার বাংলা অনুবাদ "আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ "বাস্তবসম্মত ও সময়পোযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি মানবতার সেবায় নিয়োজিত দেশের সকল নার্সকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশ্ববাসী এর যথাযথ স্বীকৃতিও দিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সিং সেবাকে আরো উন্নত, পেশাদারী ও আধুনিকায়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি নার্সদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করেন এবং দেশের জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের নিমিত্তে সর্বাধিক সংখ্যক নার্স নিয়োগ প্রদান করেন। বর্তমানে আরো ১০০০০ নার্সের পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন।

সরকার নার্সদের সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষায়িত নার্সিং সেবার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিগত বছরগুলোতে সহস্রাধিক নার্স বিদেশ হতে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তারা বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত থেকে রোগীদের উন্নত সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। অধিকন্তু, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নার্সরা দক্ষতার সাথে রোগীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছেন।

সরকার নার্সিং পেশার উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নার্সিং সেবা ব্যবস্থা বিশ্বমানের হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি সামগ্রিকভাবে নার্সিং পেশার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ১২ মে ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে সকল নার্সকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Our Nurses, Our Future." যার বাংলা অনুবাদ "আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ"। নার্সিং সেবার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ পেশার উন্নয়নের জন্য যে রুপরেখা প্রদান করেছিলেন। এর বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সদেরকে ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করেন। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং নার্সগণের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রায় ৩৫ হাজার নার্স নিয়োগ প্রদান করেন।

নার্সিং সেবার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন বিষয়ে নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষায়িত নার্স তৈরি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলায় হাসপাতালসমূহে নার্সগণ তাদের সেবাকর্ম দিয়ে সরকার তথা জনগণের সুদৃষ্টি অর্জনসহ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

নার্সিং সেবা সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যা বাস্তবায়িত হলে নার্সিং পেশার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে, জনগণ কাঙ্ক্ষিত নার্সিং সেবা পাবে তথা টেকসই লক্ষ্যমাত্রা "সবার জন্য স্বাস্থ্য" অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দিবসটি পালন করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে জানাই অভিনন্দন। আমি দিবসটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ

আজ ১২ মে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আধুনিক নার্সিং পেশার স্থপতি মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিনে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। আজকের এই দিনে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের নার্সগণকে আমি শুভেচ্ছা জানাই । স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের অবদান ও তাদের কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এই দিবসটি নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশেও প্রতি বছর এই দিবসটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য Our Nurses, Our Future অর্থাৎ, আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৩ এর এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বিশ্বব্যাপী নার্সিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

যেকোনো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নার্সগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হন। শত শত বছর ধরে পরম যত্ন ও সহানুভূতির সাথে রোগীদের সেবা প্রদান করে আসছেন আমাদের নার্সগণ। নার্সগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে শুরু করে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে রোগীর নার্সিং সেবা প্রদান করেন। ক্লিনিকাল সেবা ছাড়াও তারা কমিউনিটি পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকেন। দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ তথা সুস্থ ও নিরোগ জাতি গঠনে নার্সদের অবদান অগ্রগণ্য। স্বাস্থ্য খাতে নার্সরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা সাম্প্রতিককালের কোভিড-১৯ মহামারিতে আবার প্রমাণিত হয়েছে। করোনা মহামারিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নার্সগণ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা রোগীর স্বাস্থ্যসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, যা সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। বৈশ্বিক নিউ নরমাল পরিস্থিতি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় যে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার নার্সগণ আমাদের অন্যতম বন্ধু।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে নার্সিং সেক্টরের উন্নয়ন শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। তিনি ইস্ট পাকিস্তান নার্সিং কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল নামকরণ করেন এবং নার্সিং সেক্টরকে শক্তিশালীকরণ ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। পরবর্তিতে সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে নার্সিং পেশার মানোন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষিত নারীদের নার্সিং কোর্সে ভর্তির পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং ২০২০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় রাজধানীর মহাখালীতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান সরকারের তিন মেয়াদে নার্সিং সেক্টরের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নসমূহ হলোঃ সিনিয়র স্টাফ নার্সদের চাকরিতে প্রবেশে ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান, সরকারি চাকরিতে ৩৩,৭০৪ জন নার্স নিয়োগ, নার্সিং কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা এসএসসি হতে এইচএসসি-তে উন্নীতকরণ, চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু, তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স কারিকুলাম আধুনিকায়ন, নার্সিং ও মিডওয়াই-ফারি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ৩৯টি নতুন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রতিষ্ঠা (০১টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট, ১৬টি কলেজ ও ২২টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট), ১৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীতকরণ। ১১টি নতুন নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ, জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়ানার) প্রতিষ্ঠা, দেশে নার্সিং বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু, বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্সকে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিদেশে প্রেরণ, বিশেষায়িত নার্স তৈরির লক্ষ্যে প্রায় ৫০০ নার্সকে বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, নার্সদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং সরকারি হাসপাতালের ২০ হাজারের অধিক নার্সকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫২৮ জন নার্সকে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান এবং উন্নত বিশ্বে দক্ষ নার্স জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি।

গত এক দশকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০৯ সালের আগে সরকারি স্বাস্থ্য খাতে নার্সের পদ ছিলো ১১,৮৫৭টি। আর বর্তমানে নার্সের পদ সংখ্যা ৪৫,৯৬৪টি। ২০০৯ সালের আগে নার্সদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ছিলো একেবারেই সীমিত যা বর্তমানে বেড়েছে বহুগুণে। ২০০৯ সালের আগে দেশে বিশেষায়িত নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিলো একবারেই নগণ্য। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে আইসিইউ, সিসিইউ, জেরিয়াট্রিক, পেডিয়াট্রিক, ওটি, অপথালমোলজিসহ বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল বিষয়ে নার্সদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা করেছে। পূর্বে বাংলাদেশে হাসপাতালের তুলনায় নার্স সংকট ছিলো প্রকট। বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় এই সংকট অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নার্সের সংখ্যায় আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নার্সের এই সংকট মোকাবিলায় সরকার সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন বৃদ্ধি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৩৪০ টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করেছে। বর্তমানে প্রতিবছর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩২ হাজার শিক্ষার্থীদের নার্সিং কোর্সে (ডিপ্লোমা ও বিএসসি) ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর আরো ১০,০০০ নার্সের নতুন পদ সৃজনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ ও হাসপাতালে রোগীর সর্বোত্তম নার্সিং সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ইউনিভার্সেল হেলথ কাভারেজ করতে আমাদের নার্সগণ অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। কর্মক্ষেত্রে নার্সগণের সর্বাঙ্গীন সফলতা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে সকল নার্সের জন্য রইলো শুভ কামনা।

জয় বাংলা ।

মাকসুরা নূর এনডিসি
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

বাণী

১২ মে, আধুনিক নার্সিং এর প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর জন্মদিন। দিনটিকে স্মরণ করার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এ বছর দিনটির নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয় "Our Nurses, Our Future." যার অর্থ "আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ" যা ভবিষ্যৎ নার্সিং প্রফেশনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানেরই সংকেত বহন করে।

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বমানের নার্স তৈরির প্রচেষ্টা চলমান। বাংলাদেশের নার্স দেশের মানুষের সেবা প্রদানের সাথে সাথে বহি র্বিশ্বের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ সরকার নার্সিং পেশার উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনগণের স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সর্বাধিক সংখ্যক নার্সকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৩৫,০০০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ৪৫০টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা, বিএসসি, এবং মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। বিশেষায়িত সেবা প্রদানের নিমিত্ত ও নার্সদের সেবা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সহস্রাধিক নার্সকে বিদেশে থেকে বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ে প্রশিক্ষিণ প্রদান করা হয়। নার্সিং শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে যুগোপযোগী পদক্ষেপ। নার্সগণ দেশে ও বিদেশে তাদের পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগসহ বহির্বিশ্বেও চাকরির সুযোগ পাচ্ছে।

পরিশেষে আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের সাফল্য এবং নার্সিং পেশার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ও বাংলাদেশের নার্সগণ সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের সুনাম অর্জনে সচেষ্ট হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা।

রাশিদা আক্তার

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রতি বছর বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদার সাথে ১২ মে ২০২৩ "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস" পালিত হচ্ছে। আজ আধুনিক নার্সিং এর প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর জন্মদিন। দিবসটি উপলক্ষে সকল নিবেদিত প্রাণ নার্সকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য "Our Nurses, Our Future." যার বাংলা অনুবাদ "আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ" যথার্থ ও প্রসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল নার্সিং পেশাকে একটি সুশিক্ষিত, দক্ষ ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁর এ স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নার্সিং পেশার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। বিশেষ করে নার্সদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের পদ মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ, নতুন পদ সৃজনপূর্বক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্স নিয়োগ, সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবন নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমাদের নার্সগণ কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে নিবেদিতভাবে সেবা প্রদান করে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছেন।

বর্তমান সরকার নার্সদের সেবা প্রদানের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে নার্সিং এর বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ের উপর দেশে এবং বিদেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষকদের পাঠদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগীকরণসহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স গড়ে তোলার নিমিত্ত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, কারিকুলাম আধুনিকায়ন করা এবং যোগ্য শিক্ষক পদায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকণ্ড চলমান রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস-২০২৩ এ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোঃ আজিজুর রহমান

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি খুবই আনন্দিত যে, অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস - ২০২৩" পালিত হচ্ছে। ১২ মে আধুনিক নার্সিং এর প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিন। এ দিনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নার্সকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য: "Our Nurses, Our Future." যা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত।

বাংলাদেশের নার্সিং সেবা ও শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। নার্সিং সেবার মানোন্নয়নে বিগত কয়েক বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে হাসপাতালে রোগীরা কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে। নার্সিং শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বৃদ্ধি পেয়েছে নার্সিং শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা। প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে অধিক সংখ্যক দক্ষ নার্স। তাছাড়া নার্সরা পাচ্ছেন দেশ-বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের নার্সরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং সেবা প্রদানে সক্ষম হবেন এবং বিদেশে তাদের সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন।

দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাহান আরা বানু, এনডিসি

Canada

MESSAGE

Today, on the occasion of the International Nurses Day, Canada recognizes the vital role of nurses in frontline health care services. The nursing workforce is gradually expanding in Bangladesh and nurses are undertaking more diverse tasks. We recognize the tremendous responsibilities that nurses carry, their role in critical patient care services, and their professional knowledge, experience and skill.

This year's International Nurses Day theme "Our Nurses. Our Future." will be a global campaign that sets out ways that nursing can address global health challenges and improve health for all. Nurses play a major role in medical institutions by providing proper care to patients for their smooth recovery and essential care in specialized areas.

Bangladesh has achieved significant progress in key health outcomes for its citizens, and Canada is proud to be a partner to address joint priorities. According to the theme of this year, we need to strengthen the nursing workforce to help deliver on the Sustainable Development Goals and strengthen the primary health care workforce to support universal health coverage.

Canada funds the project Empowering Women Through Professionalization of the Nursing Sector in Bangladesh (ProNurse) (2021-2025), implemented by Cowater International, supporting the Directorate General of Nursing and Midwifery (DGNM) and the Bangladesh Nursing and Midwifery Council (BNMC) under the Ministry of Health and Family Welfare. One of the core components of the project is to establish a Nurse Teachers Training Centre (NTTC), which is the first of this kind in Bangladesh. The NTTC building will provide adequate training facilities for 100 participants at a time. The project has trained 269 nurses on managing an intensive care unit (ICU), 113 nurses on management, and 97 on gender-responsive training. It has so far trained 327 nurses to be nurse teachers.

Recognizing the important role of nurses, Canada is proud that its partnership with Government will help in the delivery of quality health care. The ProNurse project will work to advance the role of nurses and is dedicated to develop the future of nurses in line with the theme of International Nurses Day theme "Our Nurses. Our Future".

On behalf of Canada, I thank all nurses in Bangladesh for their commitment and contribution on this International Day of the Nurses.

Dr. Lilly Nicholls
High Commissioner of Canada to Bangladesh

World Health Organization

MESSAGE

On the International Day of the Nurses, 12 May, I warmly congratulate and thank all the nurses in Bangladesh and worldwide for their outstanding contribution to provisioning of health care. Nurses are indispensable to our health systems as they are pioneers in delivering our promise of "leaving no one behind" and the global effort to achieve the Sustainable Development Goals. Their contributions to our national and international health priorities-including management of non-communicable diseases, mental health, emergency response, patient safety, elderly care, and more—are vital.

During the ongoing COVID-19 pandemic, our nurses have worked tirelessly to ensure health for all and the continuation of essential health services without disruption, sometimes in the face of personal risk. Their sacrifices and devotion helped us to rebuild the people's trust in our healthcare delivery systems.

The International Council of Nurses set this year's theme as "Our Nurses. Our Future." It is a call to action for all of us-professionals, stakeholders, and policymakers—to take tangible action on investment in nursing education, training, and skills development. Quality employment standards are also crucial for the sustained improvement of the entire healthcare system towards achieving the Universal Health Coverage.

In Bangladesh, nursing is recognized as a respected profession in society. In 2011, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's revolutionary act of promoting nurses to the Class-Il position (Grade-10) at entry level in the government system pioneered transformation in nursing care. Today, more than 45,000 nurses are employed in the country. These are remarkable achievements, but there is room for improvement.

The recent Bangladesh Health Labour Market Analysis Report 2021 indicates that Bangladesh needs to increase the supply of nurses to the health systems and create more jobs to reach the global median (49 doctors, nurses, and midwives per 10,000 population). Bangladesh is the only country in the South-East Asia Region with less than one nurse per doctor. The SDG Agenda 2030 is our chance to strengthen the health workforce and build back better after the pandemic.

In this context, WHO reiterates its commitment to supporting Bangladesh's nursing and midwifery sector by working closely with the government to address the shortage of professional positions, assess the demand and available supply of nurses in the labour market and update our curriculums, accreditation, and information systems.

Dr Bardan Jung Rana
WHO Representative to Bangladesh

JICA

MESSAGE

I would like to take this opportunity to congratulate Directorate General of Nursing and Midwifery (DGNM) for their efforts on this occasion of celebrating the "International Nurses Day". Nurses in Bangladesh and worldwide experienced incredible challenges in caring for their patients and communities over the past several years, especially during the COVID-19 pandemic. However, the nurses and even nursing students in this country have shown their capabilities and potentials to protect people's lives and overcome global health threats with their sincerity.

Japan International Cooperation Agency (JICA) has provided support to nursing education in Bangladesh, especially for the Bachelor of Science (BSc) in Nursing, which was initiated in 2009 by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Currently, the Technical Cooperation Project "Capacity Building of Nursing Services Phase 2 (CBNS2)" is underway with the Ministry of Health and Family Welfare, which aims to improve the quality of nursing services and patient care in Bangladesh by strengthening nursing education. The project pursues this aim by introducing a wider choice of career plans and paths for nurses; not only for clinical nurses but also nursing managers, specialists, and researchers, towards the realization of the Universal Health Coverage in Bangladesh.

Nurses play a vital role in the positive transformation to build resilient healthcare systems and to reach Universal Health Coverage in Bangladesh. The increasing number of Non-Communicable Diseases (NCDs) with an aging population will require more nursing workforce and better quality of care. We believe Japan and Bangladesh can continue to work together for tackling global health issues and meeting the healthcare needs in this country, based on strong partnership and trust built during 50 years of Official Development Assistance (ODA) to Bangladesh provided by JICA.

ICHIGUCHI Tomohide
Chief Representative
Bangladesh Office
Japan International Cooperation Agency (JICA)